ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T1

1

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প ৩

প্রথম প্রকাশ ১২৯১
কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণ ১৩০৩
কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ ১৩১০
হিতবাদী সংস্করণ ১৩১১
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস সংস্করণ [১৯১১]
কাব্যগ্রন্থ : ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ ১৯১৫
বিশ্বভারতী মুদ্রণ ১৩৩৫
রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ ১৩৪৬
পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ আশ্বিন ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক

পাঠান্তর ও গ্রন্থপরিচয়
শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত

রবীন্দ্র-রচনায় কবিকৃত পাঠ-সংস্কারের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিবার জন্য গত কয়েক বৎসরে পাঠকসমাজে যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের যাবতীয় পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ ক্রমশ প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

সন্ধ্যাসংগীত দ্বারা এই পাঠভেদ-সংবলিত গ্রন্থমালার সূচনা হইয়াছে; বর্তমানে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অনুরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

সন্ধ্যাসংগীতে যেরূপ পাঠভেদসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপকরণ— সাময়িক পত্রে প্রকাশসূচী, বিভিন্ন সংস্করণে বর্জিত কবিতা, কবির বিবিধ মন্তব্য— সংকলিত হইয়াছে, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতেও অনুরূপ তথ্য ও উপকরণ সংকলিত হইল। এতদ্‌ব্যতীত, প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে পদাবলীর রাগ-তাল, শব্দের অর্থ পরিশেষে সূচী আকারে গ্রথিত হইয়াছে।

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

সূচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে

সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে ঠিকমত নকল করতে হলেও, শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। এ'কে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে—

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

১১।৭।৪০
শান্তিনিকেতন

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা[১] সব
দূর দূর চলি গেল।[২]
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই[৩] কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখি রে উছসত[৪] প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই[৫]
গায় রভসরসগান।[৬]
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে— দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদিবসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত[৭] অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীর শ্বাসে[৮]
মোদিত[৯] বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

১ 'দুখ জ্বালা' স্থলে 'দুঃখ দহন'। কাব্যগ্রন্থ ৩

২ পরবর্তী ৪ ছত্র (৮-১১) বর্জিত। গান ১

৩ 'বোলই' স্থলে 'লোলই'। কাব্যগ্রন্থ ২। মুদ্রণপ্রমাদ।

৪ 'উছসত' স্থলে 'উচ্ছল'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৫ 'ভই' স্থলে 'ভয়ি'। প্রথম সংস্করণ এবং গান ১
'জগত' স্থলে 'জগৎ'। কাব্যগ্রন্থ ২

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

মুগ্ধ নিখিল মন দক্ষিণ পবনে

৬ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

গাবই প্রেমক গান।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

প্রথম সংস্করণে পরবর্তী ৪ ছত্রের (১৬-১৯) পরিবর্তে নিম্নলিখিত ১৬ ছত্র ছিল—

যাও যাও সখি মাধব পাশে
শ্যামক আনহ ডাকি,
কহিও বনময় ফুটল ফুলদল
গাওত শত শত পাখী।
কহিও সারা জগত হরখময়
হাসত উনমদ প্রাণে,
দুখিনী রাধা হাসব হরখে
হেরয়ি তছু মুখপানে।
ভরমিব দুঁহু মিলি সারা বনময়
মোহন যমুনা তীরে,
মাতল মানস আকুল ভইবে
অতি মৃদু মন্দ সমীরে।
নীরব রাতে ধীর ধীর অতি
বাঁশি বজাওবে শ্যাম,

উলসিত ফুলদল পুলকিত যমুনা,

জাগবে কানন ধাম।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছত্রসমূহের নিম্নলিখিত রূপ পাঠ-পরিবর্তন ছিল—

উদ্‌ধৃত ছত্রাবলীর প্রথম ছত্রের পরিবর্তে—

কহিছে আকুল বিকচ কুসুমকুল

তৃতীয় ছত্রের পরিবর্তে—

শ্যাম নাম ধরি শ্যাম শ্যাম করি

পঞ্চম ছত্র হইতে পরবর্তী ছত্রসমূহ কাব্যগ্রন্থ ১-এ বর্জিত। তার পরিবর্তে বর্তমান চার ছত্র সংযোজিত।

কাব্যগ্রন্থ ২ এবং গান ১-এর পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১-এর অনুরূপ।

[১৯১১]-সংস্করণ হইতে উল্লিখিত ছত্রসমূহ বর্জিত।

৭ 'কহত' স্থলে 'কহে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৮ প্রথম সংস্করণে ইহার পরবর্তী ছত্র দুইটির (২২-২৩) পরিবর্তে—

আকুল বিহ্বল রিঝ উনমাতল,

নয়ান মূদয়ি আসে।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ 'মোদিত' স্থলে 'মোহিত'। গান ১

২

শুনহ শুনহ[১] বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
তুলই কুসুমমুঞ্জরী,[২]
ভমর[৩] ফিরই গুঞ্জরী
অলস যমুন[৪] বহয়ি যায় ললিত[৫] গীত গাহি রে।
শশিসনাথ যামিনী,
বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে[৬]।
অধর উঠই কাঁপিয়া
সখিকরে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত[৭] হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে!

১ 'শুনহ শুনহ' স্থলে 'শুনলো শুনলো'। প্রথম সংস্করণ রবিচ্ছায়া, গানের বহি এবং কড়ি ও কোমল ২-এও প্রথম সংস্করণের অনুরূপ পাঠ।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত শতগান ও রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)তে 'শুনলো শুনলো'।

২ কড়ি ও কোমল ২, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী) এবং বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণে 'মুঞ্জরী' স্থলে 'মঞ্জরী'।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী 'মঞ্জরী' অনুসৃত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধিত।

৩ রবিচ্ছায়া, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী), গান ৪ এবং গীতবিতান (১৩৩৮)-এ 'ভমর' স্থলে 'ভ্রমর'।

৪ [১৯১১]-সংস্করণ এবং বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণে 'যমুন' স্থলে 'যমুনা'।

কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'অলস যমুন' স্থলে 'যমুনা জল'।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী 'যমুনা' অনুসৃত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধিত।

৫ 'ললিত' স্থলে 'অলস'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৬ 'দাহিছে' স্থলে 'দহিছে'। শতগান

শতগানের স্বরলিপি অংশে 'দাহিছে'।

৭ 'চকিত' স্থলে 'বালি'। প্রথম সংস্করণ

রবিচ্ছায়া, গানের বহি এবং কড়ি ও কোমল ২-এও 'বালি'।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী) এবং শতগানে 'বালি'।

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল[১] হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন[২] মালা।
বিরহবিষে দহি[৩] বহি গল[৪] রয়নী,
নহি[৫] নহি আওল কালা।[৬]
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল এ[৭] পীরিতি লেহা—
বিফল রে[৮] এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে[৮] এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ[৯] চল, মুঞ্চ[১০] নয়ন-জল,
চল সখি[১১] চল গৃহকাজে,
মালতি-মালা রাখহ বালা,[১২]
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।
সখি লো দারুণ আধি-ভরাতুর[১৩]
এ তরুণ যৌবন মোর,[১৪]
সখি লো দারুণ প্রণয়-হলাহল
জীবন করল অঘোর।[১৫]
তৃষিত প্রাণ মম দিবস-যামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,[১৬]
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা[১৭] ডর লাগয়ে[১৮] মোয়।[১৯]
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,

সো দিন আসব সখি রে,
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখি রে।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,[২০]
নহি টুটে[২১] জীবন-মরণে।

১ 'হৃদয়ক সাধ মিশাওল' স্থলে 'হৃদয় সাধ সব মূর্চ্ছিল'। কাব্যগ্রন্থ ৩

২ 'বিমলিন' স্থলে 'শুকাওল'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ 'বিরহবিষে দহি' স্থলে 'সখিলো নয়ন জলে'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ প্রথম সংস্করণ ও কাব্যগ্রন্থ ১ ভিন্ন অন্যান্য সংস্করণে 'গল' স্থলে 'গেল'। বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণের অনুসারে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'গেল'। বর্তমান সংস্করণে সংশোধিত।

৫ 'নহি' স্থলে 'তব'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৬ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৮ ছত্র ছিল—

কত সাধে সখি আসনু কুঞ্জে,
পহিরনু নীল নিচোল,
রচয়নু কুসুম শয়ান মনোমত,
মন্দির করনু উজোল।
চল সখি গৃহে চল, মুছহ নয়ন জল,
চল সখি চল গৃহ কাজে,
মালতি মালা রাখহ বালা,
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।

ইহার শেষ ৪ ছত্র কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ৯-১২ ছত্ররূপে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সংস্করণে এই ৪ ছত্রের পাঠ-পরিবর্তন ৯-১১ -সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত।

৭ ‘বিফল এ’ স্থলে ‘নিস্ফল’। কাব্যগ্রন্থ ৩

৮ ‘বিফল রে’ স্থলে ‘নিস্ফল’। কাব্যগ্রন্থ ৩

৯ ‘গৃহ’ স্থলে ‘গৃহে’। প্রথম সংস্করণ

১০ ‘মুঞ্চ’ স্থলে ‘মুছহ’। প্রথম সংস্করণ

১১ ‘সখি’ স্থলে ‘ফিরি’। কাব্যগ্রন্থ ৩

১২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

রাখ রাখ সব মাল্য আভরণ,

১৩ ‘দারুণ আধি-ভরাতুর’ স্থলে ‘কোন নিদারুণ ব্যাধি’। প্রথম সংস্করণ
কাব্যগ্রন্থ ১-এ ‘দারুণ ব্যাধি-ভরাতুর’।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৪ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

জনমিল মরমে মোর

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৫ ‘করল অঘোর’ স্থলে ‘করইল ভোর’। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ‘অঘোর’ স্থলে ‘বিভোর’।

১৬ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

সত্য কহিলো সখি তোয়,

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৭ ‘সদা’ স্থলে ‘নিতি’। কাব্যগ্রন্থ ৩

১৮ কাব্যগ্রন্থ ১, [১৯১১]-সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং স্বতন্ত্র বিশ্বভারতী-সংস্করণে ‘লাগয়ে’ স্থলে ‘লাগয়’।

১৯ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ইহার পরবর্তী ৪ ছত্র (২৪-২৭) বর্জিত।

২০ ‘নৌতুন নিতি নিতি’ স্থলে ‘অক্ষয় নৌতুন নিত্য হি’। কাব্যগ্রন্থ ৩

২১ ‘নহি টুটে’ স্থলে ‘অক্ষয়’। কাব্যগ্রন্থ ৩

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি[১] সজনী[২] রাধা
রজনী করত হি[৩] ভোর।
একলি নিরল বিরল পর[৪] বৈঠত
নিরখত[৫] যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু,[৬] বচন নহি নিকসত,
পরান থেহ ন মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি[৭]
শূন্য[৮] কদম তরুমূলে,
ভূমিশয়ন 'পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই[৯] আপন ভূলে।[১০]
মুগধ[১১] মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য 'পর কহে করুণ স্বর
বাজে রে[১২] বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন[১৩] অব তুঁহুঁ
রহই[১৪] দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি[১৫]
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেম-পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহুঁ কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনক-হার অব পহিরলি কণ্ঠে,

কথি ফেকলি বনমালা ?
হৃদিকমলাসন শূন্য[১৬] করলি রে,
কনকাসন[১৭] কর আলা !
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে,[১৮]
ভানু কহে, ছি ছি কালা !
ঝটিতি আও তুঁহুঁ হমারি সাথে,
বিরহ-ব্যাকুলা বালা।

১ 'বিরহ সাথি করি' স্থলে 'রোয়ত রোয়ত'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

২ 'সজনী' স্থলে 'দুঃখিনী'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৩ 'হি' স্থলে 'স'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ 'নিরল বিরল পর' স্থলে 'বিরল কুটীরে'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৫ 'নিরখত' স্থলে 'চাহত'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৬ 'বরখত অশ্রু' স্থলে 'ছল ছল নয়ন'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৭ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—
ঘোর গহন নিশি একলি রাধা
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৮ 'শূন্য' স্থলে 'যায়'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ 'কাঁদই' স্থলে 'কাঁদয়'। [১৯১১] ও বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'রোদই'।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ অনুযায়ী 'কাঁদই' অনুসৃত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধিত।

১০ 'ভূলে' স্থলে 'ভুলে'। বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ
এবং সেই অনুযায়ী রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অনুসৃত।
প্রথম সংস্করণের এই বানান ছন্দের প্রয়োজনে কৃত অনুমানে রক্ষিত।
এবং প্রথম সংস্করণে ইহার পরবর্তী ৪ ছত্রের (১২-১৫) পরিবর্তে নিম্নলিখিত
৮ ছত্র ছিল—

সহসা চমকয়ি চায় সখী কভু
মগন যখন গৃহ কাজে—
ছুটি আসয়ি বোলে "শুনলো,
শ্যামক বাঁশরি বাজে।"
আনমনে সো অবলা বালা
বৈসয়ি গুরুজন মাঝে,
তুয়া নাম বঁধু লিখত ভূমি পর
চমকি মুছই পুন লাজে।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১১ 'মুগধ' স্থলে 'মুগ্ধ'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১২ 'বাজে রে' স্থলে 'বাজে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১৩ 'কৈসন' স্থলে 'কৈসে'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৪ 'রহই' স্থলে 'রহত'। প্রথম সংস্করণ ও কাব্যগ্রন্থ ১
[১৯১১]-সংস্করণ হইতে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

১৫ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—
ঘোরা রজনী কৈস গোঁয়ায়সি
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৬ 'হৃদি কমলাসন শূন্য' স্থলে 'গোপী হৃদয় আঁধার'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৭ 'কনকাসন' স্থলে 'সিংহাসন'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৮ ‘রহল চিত্ত মে’ স্থলে ‘রহি গল মনমে’। প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ ১-এ ‘রহিল চিত্ত মে’।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন[১] শ্যাম আওয়ে[২]
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম-হার,
পিনহ নীল[৩] আঙিয়া।[৪]
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন-গীত[৫] গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীর[৬]-রাব[৭]
কুঞ্জ গগন ছাও রে।
সজনি অব উজার মঁদির[৮]
কনক-দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন[৯]
গন্ধসলিল ঢালিয়া[১০]।
মল্লিকা চমেলি[১১] বেলি
কুসুম তুলহ[১২] বালিকা,[১৩]
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুল-মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম[১৪] চাহিয়া
মৃদুল[১৫] গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

১ 'মৃদুলগমন' স্থলে 'অলসগমন'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতান

২ 'আওয়ে' স্থলে 'আওরে'। বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ। মুদ্রণপ্রমাদ ?

৩ 'পিনহ নীল' স্থলে 'নীল নিবিড়'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতান

৪ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে ইহার পরবর্তী দুই ছত্রের (৭-৮) পাঠ—

পাটলরস-রাগরঙ্গে
করপদতল রাঙিয়া।

৫ প্রথম সংস্করণ, রবিচ্ছায়া, গানের বহি এবং কড়ি ও কোমল ২-এ 'মিলন গীত' স্থলে 'মধুর গীত'।

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

তবে ইহার পরবর্তীকালে প্রকাশিত শতগান ও রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)-তে 'মধুর-গীত'।

৬ 'মঞ্জীর' স্থলে 'মঞ্জরী'। রবিচ্ছায়া। মুদ্রণপ্রমাদ ?

৭ 'রাব' স্থলে 'মন্দ্রে'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতান

৮ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পাঠ—

উজ্জ্বল কর মন্দিরতল

৯ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পাঠ—

নির্ম্মল কর কুঞ্জ-বীথি

১০ 'ঢালিয়া' স্থলে 'ঢাকিয়া'। কাব্যগ্রন্থ ২। মুদ্রণপ্রমাদ ?

১১ কড়ি ও কোমল ২, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী), গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে 'চমেলি' স্থলে 'চামেলি'।

১২ 'কুসুম তুলহ' স্থলে 'সঞ্চয় কর'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতান

১৩ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে ইহার পরবর্তী দুই ছত্রের (১৯-২০) পাঠ—

যূঁথি জাতি, বকুল মুকুলে
গ্রন্থন কর মালিকা।

১৪ 'কুঞ্জপথম' স্থলে 'কুঞ্জ-পথ'। কাব্যগ্রন্থ ২ এবং গান ১

কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে 'নিকুঞ্জ-পথ'।

গান ২, গান ৩ এবং গান ৪-এ 'কুঞ্জপথমে'।

১৫ 'মৃদুল' স্থলে 'অলস'। কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতান

৬

বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ 'পর চাও রে!
যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,[১]
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর[২] মধু-মধুর কুঞ্জ'পর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন,[৩] শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি তব[৪] ও মুখচন্দ[৫] ?
ইথি ছিল আকুল গোপ-নয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি ?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি ;[৬]
তুঝ মুখ[৭] চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে[৮] ভেল অবসান।
লেশ[৯] হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান-অভিমান।[১০]
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত-চরাচর
দুঁহুঁক প্রেমরস ভোর।

১ ‘বহয়ি গল’ স্থলে ‘ভেল গত’। কাব্যগ্রন্থ ৩

২ ‘চন্দ্র’ স্থলে ‘চন্দ’। প্রথম সংস্করণ এবং কড়ি ও কোমল ২
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ ‘কুঞ্জবন’ স্থলে ‘বৃন্দাবন’। প্রথম সংস্করণ এবং কড়ি ও কোমল ২
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ ‘তব’ স্থলে ‘ছিল’।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৫ [১৯১১]-সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং স্বতন্ত্র বিশ্বভারতী-সংস্করণে ‘মুখচন্দ’ স্থলে ‘মুখচন্দ্র’।

৬ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর ৪টি ছত্র ছিল—

আওলি যদিরে ঠারলি কাহে,
সরমে মলিন বয়ান!
আপন দুখ কথা কছু নহি বোলব,
নিয়ড় আও তুঁহু কান!

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রসমূহ বর্জিত।

৭ ‘মুখ’ স্থলে ‘দুখ’। স্বতন্ত্র বিশ্বভারতী-সংস্করণ। মুদ্রণপ্রমাদ।

৮ ‘নিমিখে’ স্থলে ‘ক্ষণে’। কাব্যগ্রন্থ ৩

৯ প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ ‘লেশ’ স্থলে ‘এক’।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১০ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

বিপুল খেদ অভিমান?

৭

শুন সখি বাজত[১] বাঁশি।[২]
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম[৩] ডারত হাসি।
দক্ষিণ পবনে কম্পিত[৪] তরুগণ,
তম্ভিত[৫] যমুনা বারি,
কুসুম-সুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিত-গতি,
শরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলক-পরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর[৬] বাঁশরি
বজায় হমারি[৭] নাম?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তব ত মিলল সখি শ্যাম-রতন মম,
শ্যাম পরানক[৮] প্রাণ।
শ্যাম রে,[৯]
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময়্ দেহ ডুবায়ব[১০]
চাঁদ-উজল যমুনামে!

"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন[১১] মহী, ভয় ডর[১২] কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।"

১ 'বাজত' স্থলে 'বাজই'। কাব্যগ্রন্থ ৩

২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ইহার পরবর্তী দুই ছত্রের (২-৩) পাঠ—

শশিকরবিহ্বল নিখিল শূন্যতল
এক হরষরসরাশি।

৩ 'চন্দ্রম' স্থলে 'চাঁদম'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ 'দক্ষিণ পবনে কম্পিত' স্থলে 'দক্ষিণপবন-বিচঞ্চল'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৫ 'তম্ভিত' স্থলে 'স্তম্ভিত'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ 'চঞ্চল'।

৬ 'মধুর কাননে মধুর' স্থলে 'গগনে গগনে ধ্বনিছে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৭ 'বজায় হমারি' স্থলে 'সো কি হমারই'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৮ 'পরানক' স্থলে 'হমারই'। প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ প্রথম সংস্করণে এই ছত্রটি ছিল।
কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রটি বর্জিত।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণেও বর্জিত।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে ছত্রটি সন্নিবেশিত।

১০ 'দেহ ডুবায়ব' স্থলে 'প্রাণ মিলায়ব'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১১ 'নীদ-মগন' স্থলে 'নদী-মগন'। বিশ্বভারতী-স্বতন্ত্র সংস্করণ। মুদ্রণপ্রমাদ।

১২ 'ভয় ডর' স্থলে 'ভয় ডর ডর'। কাব্যগ্রন্থ ১। মুদ্রণপ্রমাদ ?

৮

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে[১]
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে[২] চারু[৩] নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল[৪] হাস,
কুঞ্জ বনমে আও[৫] লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে॥
দেখ সজনি[৬] শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল[৭] যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে;
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

১ ‘লোকলাজে’ স্থলে ‘লোকলাজ’। স্বরলিপি-গীতিমালা কাব্যগ্রন্থ ২-এ এই ছত্রটিই বর্জিত।

২ ভারতী, প্রথম সংস্করণ, রবিচ্ছায়া, গানের বহি এবং কড়ি ও কোমল ২-এ ‘অঙ্গে’ স্থলে ‘পিনহ্’।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত শতগান, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী) এবং স্বরলিপি-গীতিমালাতে ‘পিনহ্’।

৩ ‘চারু’ স্থলে ‘রুচির’। গান ২, গান ৩ এবং গান ৪

৪ ‘বিমল’ স্থলে ‘মিলন’। গান ৩ এবং গান ৪

৫ ‘আও’ স্থলে ‘যাও’। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত স্বরলিপি-গীতিমালা-তে ‘যাও’।

৬ ভারতী, প্রথম সংস্করণ, রবিচ্ছায়া, গানের বহি এবং কড়ি ও কোমল ২-এ ‘দেখ সজনি’ স্থলে ‘দেখলো সখি’।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত শতগান, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী) এবং স্বরলিপি-গীতিমালাতে ‘দেখলো সখি’।

৭ শতগানে ‘উথল’ স্থলে ‘উথলে’। মুদ্রণপ্রমাদ ?

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।
নীল অকাশে,[১] তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল[২] বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।[৩]
সহসা রাধা চাহল সচকিত[৪]
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা।"
চকিত[৫] গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল[৬] ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে।[৭]
ভনে ভানু অব[৮] শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত[৯] বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

১ 'অকাশে' স্থলে 'আকাশে'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'অকাশে'।
অন্যান্য গ্রন্থে অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থ ১, [১৯১১]-সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণে, 'আকাশে'।

২ 'নিরখে ব্যাকুল' স্থলে 'চায় বিয়াকুল'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ ভারতীতে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৮টি ছত্র ছিল—

কুঞ্জে কুঞ্জে, বিহঙ্গ পুঞ্জে
সহসা গাওল গান,
মঞ্জু তরঙ্গিনী, গঙ্গা-সঙ্গিনী,
সহসা বহল উজান!
বকুল কলাপে, ভৃঙ্গ আলাপে
সহসা প্রফুল্ল বল্লি,
ফুটল মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী
ফুটল হসন্ত মল্লি।

প্রথম সংস্করণ হইতে ছত্রগুলি বর্জিত।

৪ 'চহিল সচকিত' স্থলে 'হরষে উলসিত'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৫ ভারতী, প্রথম সংস্করণ ও কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'চকিত' স্থলে 'চমকি'।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৬ 'মিলাওল' স্থলে 'মিশাওল'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৭ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৪টি ছত্র ছিল—

হসিত বয়ানে ফুল্ল নয়ানে
কুঞ্জে আওল কালা,
সঙ্গিনী মেলই, নাচল গাওল
উলসিল রাধিক বালা॥

প্রথম সংস্করণে তৃতীয় ছত্রে 'মেলই' স্থলে 'মেলয়ি'।

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রগুলি বর্জিত।

৮ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'ভনে ভানু অব' স্থলে 'কহতহ ভানু'।

বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৯ 'পীরিত' স্থলে 'প্রেমক'। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১০

বজাও[১] রে মোহন বাঁশী !

সারা দিবসক বিরহ-দহন-দুখ,[২]

মরমক তিয়াষ নাশি।

রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন

কঁহা[৩] শিখলি রে[৪] কান ?

হানে থিরথির, মরম-অবশকর

লহু লহু মধুময় বাণ।

ধসধস করতহু[৫] উরহু[৬] বিয়াকুলু[৭]

ঢুলু ঢুলু[৮] অবশ-নয়ান ;

কত কত বরষক[৯] বাত সোঁয়ারয়[১০]

অধীর[১১] করয় পরান।

কত শত আশা পূরল না বঁধু[১২]

কত সুখ করল পয়ান।

পহু গো কত শত পিরীত-যাতন[১৩]

হিয়ে বিঁধাওল বাণ।

হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়

দারুণ মধুময় গান।

সাধ যায় বঁধু, যমুনা-বারিম[১৪]

ডারিব দগধ[১৫]-পরান।[১৬]

সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব

হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,

হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব

হেরব জীবনশেষ।[১৭]

সাধ যায় ইহ চন্দ্রম[১৮]-কিরণে,[১৯]
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে,[২০]
বসন্তবায়ে[২১] প্রাণ মিশায়ব,[২২]
বাঁশিক সুমধুর গানে।[২৩]
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১ 'বজাও' স্থলে 'বাজাও'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত কড়ি ও কোমল ২ এবং গান ১-এ 'বাজাও'।

২ 'তুখ' স্থলে 'সুখ'। গান ১। মুদ্রণপ্রমাদ

৩ 'কঁহা' স্থলে 'কাঁহা'। গান ১

৪ 'রে' স্থলে 'তুঁহুঁ'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৫ 'করতহ' স্থলে 'করতহি'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৬ 'উরহ' স্থলে 'বক্ষ'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৭ 'বিয়াকুলু' স্থলে 'বিয়াকুল'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত কড়ি ও কোমল ২-এ 'বিয়াকুল'।

৮ 'ঢুলু ঢুলু' স্থলে 'ঢল ঢল'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৯ 'কত বরষক' স্থলে 'দিনরজনীক'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১০ 'বাত সৌঁয়ারয়' স্থলে 'স্মরণসৌরভে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১১ 'অধীর' স্থলে 'চঞ্চল'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১২ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—
কত সুখ পরশল হরষল চেতন

১৩ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

মিলন বিরহ কত পিরীতি-বেদন

১৪ 'বারিম' স্থলে 'বারিমে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১৫ 'দগধ' স্থলে 'বিভল'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১৬ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পর ৪টি ছত্র (২০-২৩) বর্জিত।

১৭ ভারতী ও প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৮ ছত্র ছিল।

সাধ যায় বঁধু, তোঁহার দেহ
মিলাওব দেহ ম মোর।
হরখে নিতি নিতি, চরণ পখালব
ডারয় লোচন-লোর ॥
সাধ যায় বঁধু! দুঁহু দুঁহু মেলই
ইহসে করই পয়ান,
মেঘ মেঘ পর, হরখে ভরমিব,
দুঁহু মিলি করইব গান ॥

প্রথম সংস্করণে ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের পাঠ—

মিলন সনে জনু বিরহ মিলব রে
দিবস রাতি ভয়ি ভোর।

প্রথম সংস্করণে পঞ্চম ছত্রে 'মেলই' স্থলে 'মেলয়ি' এবং ষষ্ঠ ছত্রে 'করই' স্থলে 'করয়ি'।

গানের বহি হইতে ছত্রগুলি বর্জিত।

১৮ 'চন্দ্রম' স্থলে 'চাঁদম'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ

গানের বহি হইতে 'চন্দ্রম' পাঠ প্রচলিত।

তবে কড়ি ও কোমল ২ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'চাঁদম'।

১৯ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

চাঁদনি রাতে দক্ষিণ বাতে

২০ ভারতীতে এই ছত্রের পাঠ—

বসন্ত বায়ু সুশীতে,

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

২১ ‘বসন্তবায়ে’ স্থলে ‘কুসুম পরিমলে’। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
কাব্যগ্রন্থ ৩-এ ‘সাধ যায় মম’।

২২ ‘প্রাণ মিশায়ব’ স্থলে ‘বিশ্ব মিলায়ব’। কাব্যগ্রন্থ ৩

২৩ ‘গানে’ স্থলে ‘গীতে’। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১১

আজু[১] সখি মুহু মুহু
গাহে[২] পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ[৩] তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়।
আজু[৪] মধু চাঁদনী
প্রাণ উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই[৫] লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর,
কুসুম-বন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি[৬] চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।

অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে[৭] পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু[৮] পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে[৯] কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়।

১ ‘আজু’ স্থলে ‘আজ’। স্বরলিপি-গীতিমালা

২ ‘গাহে’ স্থলে ‘কুহরে’। কড়ি ও কোমল ২

৩ ‘অবশ’ স্থলে ‘বিবশ’। ভারতী
বর্তমান পাঠ ছবি ও গান হইতে প্রচলিত।

৪ ‘আজু’ স্থলে ‘আজ’। স্বরলিপি-গীতিমালা

৫ ‘ভই’ স্থলে ‘ভয়ি’। ছবি ও গান
রবিচ্ছায়া, গানের বহি, কড়ি ও কোমল ২, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী), গান ১, গান ২, স্বরলিপি-গীতিমালা, গান ৩ এবং গান ৪-এ ‘ভয়ি’।
ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ১, কাব্যগ্রন্থ ২, [১৯১১]-সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে ‘ভই’।

৬ ‘নহি’ স্থলে ‘নাহি’। ভারতী এবং ছবি ও গান
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
তবে গানের বহি, কড়ি ও কোমল ২, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী), গান ১, গান ২, স্বরলিপি-গীতিমালা, গান ৩ এবং গান ৪-এ ‘নাহি’।

৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম সংস্করণে ‘কপোল’। মুদ্রণপ্রমাদ।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধিত ‘কপোলে’।

৮ কাব্যগ্রন্থ ১, কাব্যগ্রন্থ ২, গান ১, গান ৩ এবং গান ৪-এ ‘পড়ু’ স্থলে ‘পড়’।

কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং গীতবিতানে 'পড়ে'।

৯ 'বহে' স্থলে 'করে'। ভারতী

বর্তমান পাঠ ছবি ও গান হইতে প্রচলিত।

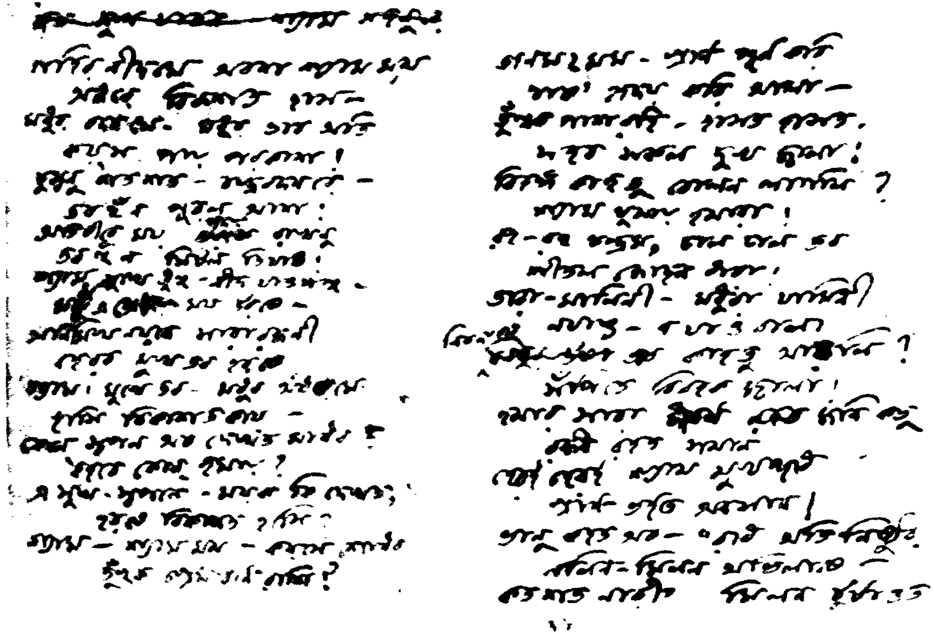

পাণ্ডুলিপিচিত্র : ১২-সংখ্যক পদ। মালতী-পুঁথি

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে[১]
হাস[২] বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন্ হমায়![৩]
নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসত[৪] হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে[৫] শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি।[৬]
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন-ধারা।
তারক[৭]-মালিনী সুন্দর[৮] যামিনী
অবহু ন যাও রে ভাগি,[৯]
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি[১০]
জ্বাললি বিরহক আগি।[১১]
ভানু কহত অব— "রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নরনারীক[১২] মিলন টুটাওত
ডারত বিরহ-হুতাশে।"

১ মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পূর্বে নিম্নলিখিত ১২ ছত্র ছিল—

গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম
অধরে বিকশত হাস—

মধুর বদনমে— মধুর ভাব অতি
কয়্‌স পায় পরকাশ!
চুম্বনু শত শত— চন্দ্র বদন রে—
তব হুঁ ন পূরল আশ
অতি ধীরে মর হৃদয় রাখনু
তব হুঁ ন মিটল তিয়াষ।
শ্যাম সুখে তুঁহু— নীদ যাও পহু—
মম এ প্রেমময় উরষে—
অনিমিখ নয়নে সারা রজনী
হেরব মুখ তব হরষে

প্রথম সংস্করণে এই ছত্রগুলির নিম্নরূপ পাঠপরিবর্তন আছে—

প্রথম ছত্রে 'অবশ' স্থলে 'বিবশ'
চতুর্থ ছত্রে 'কয়্‌স' স্থলে 'কিয়ে'
সপ্তম ছত্রে 'হৃদয়' স্থলে 'হৃদয়ে'
অষ্টম ছত্রে 'তব হুঁ ন' স্থলে 'নহি নহি'
দশম ছত্রে 'মম' স্থলে 'মঝু', 'উরষে' স্থলে 'উরসে'

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রসমূহ বর্জিত।

২ 'হাস' স্থলে 'হাসি'। মালতী পুঁথি
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৩ মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী দুই ছত্রের (৫-৬) পাঠ—

এ সুখ-স্বপনে ময়ক কি দেখত,
হরষে বিকশত হাসি?

প্রথম সংস্করণে প্রথম ছত্রে 'ময়ক' স্থলে 'মৈক'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ 'বিলসত' স্থলে 'ভাতিছে'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৫ 'কৈসে' স্থলে 'কয়সে'। মালতী পুঁথি
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৬ মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৪ ছত্র ছিল—

জনম ২ মম— প্রাণ পূর্ণ করি
থাক' হৃদয় করি আলা—
তুঁহুক পাশ রহি— হাসত হাসত
সহব সকল দুখ জ্বালা !

প্রথম সংস্করণে তৃতীয় ছত্রে 'হাসত হাসত' স্থলে 'হাসয়ি হাসয়ি'।
কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রসমূহ বর্জিত।

৭ 'তারক' স্থলে 'তারা'। মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৮ 'সুন্দর' স্থলে 'মধুরা'। মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পাঠ—

ন যাও— ন যাও বালা

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১০ 'আওলি' স্থলে 'আয়লি'। মালতী পুঁথি
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১১ মালতী পুঁথিতে এই ছত্রের পাঠ—

সঁপিতে বিরহক জ্বালা !

প্রথম সংস্করণে—

আনলি বিরহক জ্বালা !

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
এবং এই ছত্রের পর মালতী পুঁথি এবং প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত ৪ ছত্র ছিল—

হমার সারা জীবন জনি কভু
রজনী রহত সমান
হেরই হেরই শ্যাম মুখচ্ছবি
প্রাণ ভইত অবসান !

প্রথম সংস্করণে— প্রথম ছত্রে 'কভু' স্থলে 'ইহ'।

তৃতীয় ছত্রে— 'হেরই হেরই' স্থলে 'হেরয়ি হেরয়ি'।

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রসমূহ বর্জিত।

১২ 'কত নরনারীক' স্থলে 'কত শত নারী…'। মালতী পুঁথি

প্রথম সংস্করণে— 'কত শত নারীক'।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৩

সজনি গো,[১]
শাঙন গগনে[২] ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী[৩] রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে[৪] যাওব[৫]
অবলা কামিনী রে।[৬]
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত[৭]
ঘন ঘন গর্জিত[৮] মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,[৯]
থরহর[১০] কম্পত[১১] দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদপুঞ্জ।[১২]
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত[১৩] সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ[১৪] বজায়ত
সকরুণ[১৫] রাধা নাম।

সজনি,[১৬]
মোতিম[১৭] হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল[১৮] চিকুর মম
বাঁধহ মালত[১৯] মালে।[২০]
খোল দুয়ার ত্বরা করি সখি রে,[২১]

ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয় বিহগসম[২২] ঝটপট করত হি
পঞ্জর-পিঞ্জর মাঝে।
গহন রয়নমে[২৩] ন যাও বালা
নওল[২৪] কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাওব[২৫]
কহে ভানু তব দাস।

১ কেতকীতে 'সজনি গো' বর্জিত।

২ 'শাঙন গগনে' স্থলে 'আঁধার রজনী'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৩ 'নিশীথ যামিনী' স্থলে 'চমকত দামিনী'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'অঁধার যামিনী'।
কড়ি ও কোমল ২-এ 'আঁধার যামিনী'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ 'কৈসে' স্থলে 'কয়্সে'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৫ 'যাওব' স্থলে 'যায়ব'। গান ১

৬ ভারতীতে এই ছত্রের পর নির্দেশ ছিল 'ধুয়া'।

৭ ভারতী, প্রথম সংস্করণে এবং কড়ি ও কোমল ২-এ 'তর্জিত' স্থলে 'উথলত'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৮ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কড়ি ও কোমল ২-এ 'গর্জিত' স্থলে 'গরজত'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কড়ি ও কোমল ২-এ 'পথতরু লুণ্ঠত' স্থলে 'বজ্র নিনাদত'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
তবে কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং কেতকীতে 'পথতরু লুণ্ঠিত'।

১০ গীতবিতানে 'থর হর' স্থলে 'থর থর'।

১১ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং কেতকীতে 'কম্পত' স্থলে 'কম্পিত'।

১২ 'নীরদপুঞ্জ' স্থলে 'নীরদ-রাশ'। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

এবং এই ছত্রের পরবর্তী দুই ছত্রের (১১-১২) পরিবর্তে—

ভারতীতে

অব সখি কয়সে যায়ব অবলা
কুঞ্জে কানুক পাশ॥

প্রথম সংস্করণ এবং কড়ি ও কোমল ২-এ

ঘোর তমস তরু তাল তমালে
নিবিড় তিমিরঘন কুঞ্জ।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

তবে কাব্যগ্রন্থ ৩, কেতকী এবং গীতবিতানে এর প্রথম ছত্র—

শাল পিয়ালে তাল তমালে

কড়ি ও কোমল ২-এ এই দুই ছত্রের পরবর্তী ১২ ছত্র (১৩-২৪) বর্জিত।

১৩ কাব্যগ্রন্থ ৩, কেতকী এবং গীতবিতানে 'বোলত' স্থলে 'কহরে'।

১৪ গান ১, কাব্যগ্রন্থ ৩, কেতকী এবং গীতবিতানে 'কাহ' স্থলে 'কাহে'।
গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে 'বাঁশিতে কাহে বজাওয়ত'।
গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণেও 'বজাওয়ত' পাঠ আছে।

১৫ 'সকরুণ' স্থলে 'রাধা'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৬ কেতকীতে 'সজনি' বর্জিত।
গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণে 'সজনী' রক্ষিত।
গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণ হইতে 'সজনি' বর্জিত।

১৭ গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে 'মোতিম' স্থলে 'মোতির'। মুদ্রণ-প্রমাদ।

১৮ 'উরহি বিলোলিত শিথিল' স্থলে 'বক্ষ-বিলুণ্ঠিত লোল'। কাব্যগ্রন্থ ৩
কেতকীতে 'উরহি বিলুণ্ঠিত লোল'।

১৯ কাব্যগ্রন্থ ৩, কেতকী এবং গীতবিতানে 'মালত' স্থলে 'চম্পক'।

২০ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী ৪ ছত্রের (২১-২৪) *পরিবর্তে নিম্নলিখিত ৮ ছত্র ছিল—*

নয়নে অঞ্জন রঞ্জহ সত্বর
অলত লগাদে পায়।
একল যাওব যঁহি রে বাঁশী
রাধা রাধা গায়॥
হিয়া মাঝ সখি প্রেম দীপতহ
অঁধামে ক্যা হয় ডরলো।
শ্যাম ক ছোড়য় রাধা কয়সে
একলি রহবে ঘর লো॥

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে বর্জিত। কড়ি ও কোমল ২-এও বর্জিত। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১২।

কেতকী ও গীতবিতানে এই ছত্রের (২০) পর ৪ ছত্র (২১-২৪) বর্জিত।

২১ কাব্যগ্রন্থ ১, কাব্যগ্রন্থ ২ এবং গান ১-এ 'সখিরে' স্থলে 'সহিরে'।

২২ 'বিহগসম' স্থলে 'বিহঙ্গম'। কাব্যগ্রন্থ ৩

২৩ গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণে 'রয়নমে' স্থলে 'রয়নসে'।
গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে 'বয়নসে'। মুদ্রণপ্রমাদ।

২৪ 'নওল' স্থলে 'নয়ল'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

২৫ কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং কেতকীতে 'খাওব' স্থলে 'পাওব'।
গীতবিতানে 'খাওয়ব'।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে 'পাওব'।
বর্তমান সংস্করণে সংশোধিত।

উল্লেখ ভিন্ন গীতবিতান ১৩৩৮ এবং গীতবিতান ১৩৪৬ -এর পাঠ অভিন্ন।
ছত্র-গণনায় 'সজনি গো' বা 'সজনি' বাদ দেওয়া হইয়াছে।
ইহাই ভারতীতে মুদ্রিত প্রথম ভানুসিংহের পদ।

ভারতীতে এই পদটির পাদটীকায় ছিল—

'এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর হয় না— প্রত্যুত হাস্য-জনক হইয়া পড়ে।'

১৪

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী[১] চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।[২]
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজর পাত[৩] যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম[৪]
ডর অতি লাগত মোয়।[৫]
অঙ্গ[৬]-বসন তব, ভীঁখত মাধব[৭]
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?[৮]
বইস বইস পহু কুসুমশয়ন 'পর[৯]
পদযুগ দেহ পসারি
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষ 'পর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহু মৃণালক ডোর।
ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী
প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয়[১০]
সব কছু সহবে জ্বালা।

১ 'বিজুলী' স্থলে 'দামিনী'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

২ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৪ ছত্র ছিল—

ঐছন কুঞ্জে, ন আসিও তুহু,
মিনতি করত অভাগী,
মাধব কাহেতু পাওব দুখরে,
দুখিনী হমার লাগি ?

প্রথম সংস্করণে প্রথম ছত্রে 'ন আসিও তুহু' স্থলে 'আসিও না তুঁহু'
দ্বিতীয় ছত্রে 'অভাগী' স্থলে 'হতভাগী'
তৃতীয় ছত্রে 'কাহে' স্থলে 'কাহ'।

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে ছত্রগুলি বর্জিত।

৩ 'পাত' স্থলে 'নাদ'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৪ 'সমরয়ি প্রিয়তম' স্থলে 'সমরই মাধব'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'সমরয়ি মাধব'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৫ 'মোয়' স্থলে 'মোর'। ভারতী। মুদ্রণপ্রমাদ।

৬ 'অঙ্গ' স্থলে 'গাত্র'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৭ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পরবর্তী ৩ ছত্রের (১০-১২) পরিবর্তে—

বারি বিরাম না মানে ;
নিষ্ঠুর শ্রাবণ ঘন ঘন তীখন
মুঝ হৃদয়ে শর হানে।

৮ এই ছত্রে 'কাহ' স্থলে 'কাহে'। ভারতী
ভারতীতে এই ছত্রের পরবর্তী ১০ ছত্রের (১৩-২২) পরিবর্তে নিম্নলিখিত ৩০ ছত্র ছিল—

কত জ্বালা দুখ, সহলি শ্যাম তুঁহু,
হমার পীরিত লাগি,

সহলিরে গঞ্জন, দেশ বিদেশে
ভইলিরে কলঙ্কভাগী !
যাও যাও পহু, মথুরানগরে
মিটবে সব সুখ-আশ ।
জনম জনম তুঁহু, সিংহাসনপরি
করহ সুখে পহু বাস ।
দূরদেশ রহি, লোক মুখে হম
শুনইব তুঝ যশ গান,
দূরদেশ রহি, মহিমা শুনি তব
ধন্য মানইব প্রাণ !
সভয়ে কাঁপবে কত শত রাজা
শুনই তোঁহারই নাম ।
পেখই তোঁহারে কত শত মানুখ,
সম্ভ্রমে করবে প্রণাম ।
তব্ পহু কাহে, হমারই লাগয়
ছোড়ই মথুরা ধাম,
গোপ সাথ অব বাস করো তুঁহু,
করহ কলঙ্কিত নাম ।
বিসরো মাধব গোপিনী জনকো,
বিসরো ময়কো শ্যাম,
বিসরো মাধব, প্রেমলীলা সব,
সুখ-বৃন্দাবন ধাম ।
যাক প্রাণ মম, শ্যাম তোঁহারই
বিরহক বিখময় বাণে ;
তবহুঁ একলঙ্ক, তব নামে পহু
সঁপইব কোন পরাণে ?
কহত ভানু অব, প্রেমসিন্ধু পহু,
মাধব হমার বালা,

প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত ছত্রগুলির

১৩-২০ এবং ২৫-২৮ ছত্র বর্জিত।

২৩ ছত্রে 'প্রেমলীলা সব' স্থলে 'পীরিতি লীলা'

২৯-৩০ ছত্রের পরিবর্তে বর্তমান পাঠ গৃহীত।

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে উল্লিখিত ৩০ ছত্রের পরিবর্তে বর্তমান পাঠ প্রচলিত।

৯ 'কুসুমশয়ন 'পর' স্থলে 'পুষ্প-শেজপর'। কাব্যগ্রন্থ ৩

১০ কাব্যগ্রন্থ ৩-এ এই ছত্রের পাঠ—

তুঁহুঁক মিলনরসপানপিপাসিত

১৫

মাধব, না কহ আদর বাণী,
না কর[১] প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো[২] অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি
পীরিত করসি তু[৩] মোয় ?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু
না পতিয়াব রে তোয়।[৪]
ছিদল তরী সম কপট প্রেম ’পর
ডারনু যব মনপ্রাণ[৫],
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?[৬]
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর ![৭]
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম,[৮] ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি[৯] কুবচন-বাণ।[১০]
মিটল মান অব— ভানু হাসতহি[১১]
হেরই পীরিত-লীলা।
কভু অভিমানিনী[১২] আদরিণী কভু[১৩]
পীরিতি[১৪]-সাগর বালা !

১ 'কর' স্থলে 'কহ'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

২ 'মুঝকো' স্থলে 'ময়কো'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে 'তু' নাই।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৪ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ১২ ছত্র ছিল—

তুঁহু না জানসি প্রেমক ধারা
কঠিন হৃদয় মধুভাষী—
পরশি দেহ মম সাঁচি বোল' অব
নহ তুঁহুঁ রূপ-পিয়াসী ?
যাও শ্যাম তব— মিলবে শত শত
হমসে রূপসি নারী।
তুচ্ছ বালি হম কাহ তু টুটসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি ?
দূর রহই হম রহব তোঁহারই,
সমরিব তোঁহারি বাণী,
চিন্তই চিন্তই তোঁহারি বদন
তয়াগব ক্ষুদ্র পরাণী !

প্রথম সংস্করণে—

৯ ছত্রে 'রহই' স্থলে 'রহয়ি'।

১১ ছত্রে 'চিন্তই চিন্তই' স্থলে 'চিন্তয়ি চিন্তয়ি'।

কাব্যগ্রন্থ ১-এ—

৭ ছত্রে 'তু টুটসি' স্থলে 'টুটাওসি'।

৯-১২ ছত্র বর্জিত।

[১৯১১]-সংস্করণ হইতে উল্লিখিত ছত্রগুলি বর্জিত।

৫ ভারতীতে এই ছত্রের পরবর্তী ২ ছত্রের (১১-১২) পরিবর্তে—

বরখি নয়ন জল সহইব যাতন,
বহব কুফল সব কান !

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৬ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ২ ছত্র ছিল—

নিপট কঠিন দুখ সহই কহনু সব
ক্ষমগো কুবচন মোর !

প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ—
'সহই' স্থলে 'সহয়ি'।

[১৯১১]-সংস্করণে এই দুইটি ছত্র বর্জিত এবং দ্বিতীয় ছত্রটি তদবধি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ১৬ ছত্র রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ এই ছত্রের পরিবর্তে—

কুঞ্জে আসহ নাথ !

বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।
এবং এই ছত্রের পর উল্লিখিত সংস্করণগুলিতে নিম্নলিখিত ২ ছত্র ছিল—

মধুর হাসি তুঝ হাসহ-হাসহ
রাখহ কাতর-বাত !

এই ছত্র দুইটি [১৯১১]-সংস্করণ হইতে বর্জিত।

৮ 'অতিশয় নির্মম' স্থলে 'অতি অবোধ হম'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ 'ছোড়য়ি' স্থলে 'ছোড়ই'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১০ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৪ ছত্র ছিল—

বাত রাখ' মঝু· বেরি বোল' পহু
হমকো করহ সিনেহ !

বেরি বোল পহু আদর বাণী
চলহ কুঞ্জ বন-গেহ !

কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে বর্জিত।

১১ ‘হাসতহি’ স্থলে ‘হাসয়ত’। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ ১, [১৯১১]-সংস্করণ এবং বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণে ‘হাসতহিঁ’।

বর্তমান পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গৃহীত।

১২ ‘অভিমানিনী’ স্থলে ‘মানিনী কভু’। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৩ ‘কভু’ স্থলে ‘অতি’। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৪ ‘পীরিতি’ স্থলে ‘পীরিত’। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৬

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম[১] পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব[২] বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান[৩] তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল-ধার।
মৃদু মৃদু[৪] হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু[৫] ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল[৬] রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল— শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো[৭] রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,[৮]
আছয় কোন্ হমার!

পড়ল ভূমি 'পর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ 'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।
মাধব[৯] বৈসল মৃদু মধু[১০] হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো বোল ত সখি লো
যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে[১১] আপন মনমে
পাওল তছু কছু[১২] আধা ?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।[১৩]
অব সো[১৪] মথুরাপুরক পন্থমে,
ইঁহ যব রোয়ত রাধা,[১৫]
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন
চরণে কি তিলভর বাধা ?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে— অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ[১৬] মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।

১ 'করল বিষম' স্থলে 'মনম করল'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

২ 'করব' স্থলে 'দিবে স'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'দিবে'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ 'পান' স্থলে 'পানে'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৪ 'মৃদু' স্থলে 'মধু'। কাব্যগ্রন্থ ১

৫ 'মধু' স্থলে 'মৃদু'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৬ 'উছসয়ি কাঁদিল' স্থলে 'কাঁদয়ি উঠইল'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে 'উছসয়ি কাঁদল'।
বর্তমান সংস্করণে সংশোধিত।

৭ 'বঁধু গো' স্থলে 'নাহ গ'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৮ 'মাধব, বল্লভ, বান্ধব' স্থলে 'শ্যাম গ, নাহ গ, পঁহু গো,'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ 'মাধব' স্থলে 'শ্যাম স'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১০ 'মধু' স্থলে 'মৃদু'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১১ 'নিঠুর শ্যাম কিয়ে' স্থলে 'শ্যাম কিয়ে তব'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১২ ভারতী, প্রথম সংস্করণ এবং কাব্যগ্রন্থ ১-এ 'তছু কছু' স্থলে 'সখি তছু'।
বর্তমান পাঠ [১৯১১]-সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৩ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ১৬ ছত্র ছিল—

সখি লো, সখি লো, শ্যাম স হাসল,
শ্যাম স কাঁদল না!

দারুণ মন-দুখ পাওল রাধা
তবহুঁ স কাঁদল না!
বসন্ত রাতে হাসয়ি যব্ সখি,
রাধা বনমে আসে,
সুনীল অঞ্চল, নয়ন বিচঞ্চল,
তব্ স কানু মৃদু হাসে;
হাত ধরয়ি তছু হিয়য়ি ঢাকি মুখ
বালি রহই যব্ পাশে,
চুম্বয়ি চুম্বয়ি, কপোল চুম্বয়ি
তব্ স কানু মৃদু হাসে!
যব্ সখি আজ স রাধা কাঁদল,
তব্ সখি কাঁদল না!
বেড়ি চরণ তছু তিতল চরণতল
তবহুঁ স কাঁদল না!

কাব্যগ্রন্থ ১-এ উল্লিখিত ছত্রগুলির প্রথম ৪ ছত্র বর্জিত

৫ ছত্রের পাঠ—

মধুঋতু-রাতে হাসিমুখে যব্

৮ ছত্রে 'স' স্থলে 'হিঁ'

১২ ছত্রে 'স' স্থলে 'হিঁ'

১৩ ছত্রে 'স' স্থলে 'হুঁ'

১৪ ছত্রে 'সখি' স্থলে 'সো'

১৬ ছত্রের পাঠ—

ন মিলল অশ্রুকণা!

[১৯১১]-সংস্করণ হইতে ছত্রসমূহ বর্জিত।

১৪ 'অব সো' স্থলে 'অবহুঁ স'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৫ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী ২ ছত্রের (৪২-৪৩)

পরিবর্তে নিম্নলিখিত ৬ ছত্র ছিল—

যাতে যাতে অব্ মনে শ্যাম কিয়ে
পায় শোক তিল-আধা ?
যাতে যাতে অব্ পথ মে মাধব
সমরণ করয় কি বেরি
তাকর বিরহে আকুল রাধা
কাঁদি কাঁদি পথ হেরি ?

প্রথম সংস্করণে প্রথম ছত্রে 'কিয়ে' স্থলে 'কিরে'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৬ 'সঙ্গ' স্থলে 'সখা'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৭

বার বার সখি বারণ করনু
ন যাও[১] মথুরা ধাম।
বিসরি প্রেমদুখ, রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।[২]
ধিক তুঁহু দাম্ভিক, ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরা অধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো,[৩] ব্রজ কামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।[৪]
যব তুঁহু ঠারবি, সো নব নরপতি
জনি রে করে অবমান,
ছিন্ন কুসুমসম ঝরব[৫] ধরা ’পর,
পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত— অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই[৬] বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ।

১ 'যাও' স্থলে 'আও'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

২ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী দুই ছত্রের (৫-৬) পরিবর্তে নিম্নলিখিত ১০ ছত্র ছিল—

কি কহিল রসনা? হমারই শ্যাম সো?
কি বুঝলি পাগল প্রাণ?
অবতক ঘুচল ন ভাঁতি তুয়া মন!
সো কি হমারই শ্যাম?
শত শত দেশ পদানত যিনকো
শত শত মানুখ দাস,
শত শত রাজা রোষ-কটাখে
মনমে মানে তরাস,
দুখিনী গোপিনী, হম অবলা সখি,
সোকি হমারই শ্যাম?

প্রথম সংস্করণে প্রথম ছত্রে— 'কহিল রসনা' স্থলে 'কহলি রসন'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ 'পীরিতিকো' স্থলে 'পীরিত কো'। ভারতী। মুদ্রণপ্রমাদ।
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৪ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী ৮ ছত্রের (১৩-২০) পরিবর্তে নিম্নলিখিত ২৪ ছত্র ছিল—

ন যাও সজনি, মথুরা নগরে
ভেটইতে সো শ্যাম,
সমরাইও না সখি, শ্যামক মনমে
দুখিনী হমার নাম।
বাত রাখ মঝু নিতান্ত সহিলো,
মথুরা পুর জনি যাহ,
দূর সঙেতু পেখিও শ্যামক
কৈছন আছয় নাহ।

জনি সখি দেখ সো, মনকো হরখে
করত সুখে পুর-বাস,
শপতি হমার লো, তব্ সখি ন আও
মথুরা পতিকো পাশ।
জনি দেখো তুঁহুঁ সোবি সহত সখি!
দারুণ বিরহক জ্বালা
তব্ সখি সঁপিও, শ্যামক চরণে
ইহ বন-কুসুমক মালা!
কহিও, রাধা, দুখিনী রাধা—
মথুরা-অধিপতি কান!
দুখজ্বালা তব, বারইতে সব
সঁপবে দে মন প্রাণ।
উরস পাতবে, অবশ মাথ তব
রাখব তছু পরি মাধা,
তোষইতে মন সব কছু করবে
যত কছু জানয় রাধা!

প্রথম সংস্করণে

১১ ছত্রে 'আও স্থলে 'যাও'

২০ ছত্রে 'দে' স্থলে 'তন'

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৫ 'ঝরব' স্থলে 'ঝরিব'। কাব্যগ্রন্থ ১

৬ 'বুঝই' স্থলে 'বুঝহ'। ভারতী

বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

১৮

হম যব না রব সজনী,[১]
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জ-বিতানে
আসবে নির্মল রজনী,
মিলন-পিপাসিত[২] আসবে যব সখি
শ্যাম হমারি[৩] আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব[৪] না ;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম ?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম ?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী ;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে ?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে[৫]
কহ সখি,[৬] রোয়ব[৭] কে ?
ভানু কহে চুপি— মানভরে রহ

আও বনে ব্রজ-নারী,
মিলবে শ্যামক থরথর[৮] আদর
ঝরঝর[৯] লোচন বারি।

১ ভারতী এবং প্রথম সংস্করণে প্রথম তিন ছত্র (১-৩) নাই। তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ৩২ ছত্র ছিল—

দেখলো স্বজনী, চাঁদনি রজনী
সমুজল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন করত সমীরণ
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহ লো যমুনা জোছন- ঢল ঢল
সুহাস সুনীল বারি ?
আজু তোঁহারই উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহ সমীরণ লুটই কুসুম-বন
অলসি পড়সি যমুনায় ?
তোঁহার চম্পক-বাসিত লহরে
মিশাব নিশাস-বায়।
জনম গোঁয়ায়নু রোয়ত রোয়ত
হম তর কোই ত কাঁদল না !
জনম গোঁয়ায়নু সাধত সাধত
হমকো কোই ত সাধল না !
সকল তয়াগনু যো ধন আশে
সো বি তয়াগল মোয়
অপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোয়
সো বি স্বজনি পর হোয় !
যমুনে হাস হাস লো হরখে
হম তর রোয়বে কে ?

তোঁহারি সুহসিত নীল সলিল পরি
রাধা সঁপবে দে!
এক দিবস যব মাধ হমারা
আসবে কিনার তোর,—
যব সো পেখবে তোঁহার সলিলে
ভাসত তনুয়া মোর—
তব্‌ কি শ্যাম সো মানস পাশে
তিল দুখ পাওবে না?
শ্যামক নয়নে বিন্দু নয়ন জল
তব্‌ কি আওবে না?

প্রথম সংস্করণে

প্রথম ছত্রে 'স্বজনী' স্থলে 'সজনী'

২০ ছত্রে 'স্বজনি' স্থলে 'সজনি'

৩২ ছত্রে 'তব্‌' স্থলে 'তবহুঁ'।

বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

২ 'মিলন-পিপাসিত' স্থলে 'নিশায় কুঞ্জে'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'রয়নে কুঞ্জে'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৩ ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ১, [১৯১১]-সংস্করণ এবং বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণে 'হমারি' স্থলে 'হমারই'।
বর্তমান পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কৃত।

৪ 'আসব' স্থলে 'আওব'। [১৯১১]-সংস্করণ এবং বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণ

৫ 'হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে' স্থলে 'রাধিকার তর এ ব্রজধামে'। ভারতী
প্রথম সংস্করণে 'অভাগীর তর বৃন্দাবনমে'।
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।
রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে 'বুন্দাবনমে'। মুদ্রণপ্রমাদ

৬ 'কহ সখি' স্থলে 'সখিলো'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৭ 'রোয়ব' স্থলে 'রোয়বে'। ভারতী
বর্তমান পাঠ প্রথম সংস্করণ হইতে প্রচলিত।

৮ 'থরথর' স্থলে 'শত শত'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

৯ 'ঝরঝর' স্থলে 'শত শত'। ভারতী এবং প্রথম সংস্করণ
বর্তমান পাঠ কাব্যগ্রন্থ ১ হইতে প্রচলিত।

১৯

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজূট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।[১]
মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আও রে আও।
ভুজ পাশে তব[২] লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,[৩]
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি,
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।[৪]

দূর সঙে তুঁহু[৫] বাঁশি বজাওসি,[৬]
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব[৭]
সব কছু টুটইব[৮] বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,[৯]
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি[১০] ধরি,
পন্থ দেখাওব[১১] মোর।
ভানুসিংহ কহে— ছিয়ে ছিয়ে রাধা[১২]
চঞ্চল হৃদয়[১৩] তোহারি
মাধব[১৪] পহু মম, পিয় স[১৫] মরণসেঁ[১৬]
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

১ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীত-বিতানে এই ছত্রের পরবর্তী ৩ ছত্র (৭-৯) বর্জিত।
গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে এই ছত্রও বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩ এবং গান ৪-এ 'ভুজ পাশে তব' স্থলে 'ভুজবন্ধনপর'।

৩ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে 'আসব মোদয়ি' স্থলে 'দেহ তু রোধয়ি'।

৪ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ১ ছত্র ছিল—

এক পলক তুঁহু দূর ন যাওসি

গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে এই ছত্রের পরবর্তী ৭ ছত্র (২৩-২৯) বর্জিত।

৫ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪, এবং গীত-বিতানে 'দূর সঙে তুঁহু' স্থলে 'বিজন নিকুঞ্জে'।

৬ 'বজাওসি' স্থলে 'বাজাওসি'। রবিচ্ছায়া, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী), কাব্যগ্রন্থ ৩

৭ 'ধাওব' স্থলে 'যাওব'। চয়নিকা ১

৮ 'টুটইব' স্থলে 'টুটাইব'। বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণ। মুদ্রণপ্রমাদ

৯ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পাঠ—

তুঁহু মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে ?

চয়নিকা ১৩৩৪ পুনর্মুদ্রণে এই ছত্রে 'যা'ক' স্থলে 'যা'কো'।

১০ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, [১৯১১]-সংস্করণ, কাব্যগ্রন্থ ৩, বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণ, গান ২, গান ৩, গান ৪, গীতবিতান এবং সঞ্চয়িতায় 'মুরতি' স্থলে 'মূর্ত্তি'।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম মুদ্রণে 'মূর্তি'।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী মুদ্রণে 'মুরতি' পুনর্গৃহীত।

১১ রবিচ্ছায়ায় 'দেখাওব' স্থলে 'দেখাওবে'।

সঞ্চয়িতায় 'দেখায়ব'।

১২ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পাঠ—

ভক্ত ভণে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে

গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণে

ভানু ভনে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে

১৩ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে 'হৃদয়' স্থলে 'চিত্ত'।

১৪ 'মাধব' স্থলে 'মাধা'। ভারতী, রবিচ্ছায়া

১৫ 'পিয় স' স্থলে 'প্রিয় সো'। ভারতী

ছবি ও গান এবং প্রথম সংস্করণে 'প্রিয় স'।

বর্তমান পাঠ রবিচ্ছায়া হইতে প্রচলিত।

তবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত গানের বহি, কড়ি ও কোমল ২ এবং রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)-তে 'প্রিয় স'।

১৬ কাব্যগ্রন্থ ২, চয়নিকা ১, গান ১, গান ২, গান ৩, গান ৪ এবং গীতবিতানে এই ছত্রের পাঠ—

জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো

উল্লেখ ভিন্ন গীতবিতান ১৩৩৮ এবং গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণের পাঠ অভিন্ন।

ছত্র গণনায় 'মরণ রে' অংশকে স্বতন্ত্র ছত্রের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই।

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয় !
হৃদয়-মাহ[১] মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ![২]

হৃদয় কমল তব চরণে টলমল,[৩]
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল[৪]
চাহে মিলাইতে[৫] তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

বাঁশরি ধ্বনি তুহ[৬] অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি[৭] মোয় !

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় ![৮]

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর 'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখ 'পর[৯] বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা[১০] থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,[১১]
অনুদিন[১২] সঘন নয়নজল মুছয়ি,[১৩]
যাচে ভানু,[১৪] সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণ 'পর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

১ 'মাহ' স্থলে 'মাঝ'। কাব্যগ্রন্থ ২

২ সঞ্চয়িতাতে প্রতি স্তবকের শেষে 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' বর্জিত।

৩ 'টলমল' স্থলে 'ঢলঢল'। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)

৪ 'ঢলঢল' স্থলে 'টলমল'। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)

৫ 'চাহে মিলাইতে' স্থলে 'বিগলিত বিলসিত'। কাব্যগ্রন্থ ২

৬ 'বাঁশরি ধ্বনি তুহ' স্থলে 'বাঁশরিরব তব'। কাব্যগ্রন্থ ২
'বাঁশরি-রব তুঝ'। কাব্যগ্রন্থ ৩

৭ 'বোলবি' স্থলে 'বোলয়ি'। গানের বহি। মুদ্রণপ্রমাদ

৮ কাব্যগ্রন্থ ২-এ ইহার পরবর্তী দুই স্তবক (২২-৩১ ছত্র) বর্জিত।

৯ 'মুখ 'পর' স্থলে 'মুখপানে'। গান ১

১০ *'অপনা' স্থলে 'আপনা'। প্রচার, গান ১,* কাব্যগ্রন্থ ৩ এবং চয়নিকা ২

১১ 'পুছয়ি' স্থলে 'পুছই'। প্রচার
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)-তে 'পুছয়ি' স্থলে 'পুছরি'। মুদ্রণপ্রমাদ

১২ 'অনুদিন' স্থলে 'অনুখণ'। প্রচার

১৩ 'মুছয়ি' স্থলে 'মুছই'। প্রচার

১৪ 'ভানু' স্থলে 'ভক্ত'। কাব্যগ্রন্থ ২

বর্জিত কবিতা

১

টোড়ি

সখিরে— পিরীত বুঝবে কে ?
আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী[১]
বোলব, শুনবে কে ?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী ?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,[২]
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি[৩]।
সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরুজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত[৪]
হমার শ্যামক নামে ?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে

ন আসিও তব্ কবহুঁ সজনিলো
হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব— বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন,
বক্ষে রাখয়ি[৫] মাথ!

১ 'আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী' স্থলে 'আঁধার মরমক, আঁধার কাহিন'। ভারতী
২ 'গারি' স্থলে 'গালি'। ভারতী
৩ 'দেয়হু ডারি' স্থলে 'দিয়াছি ঢালি'। ভারতী
৪ 'কাহ রটায়ত' স্থলে 'কাহে রটাওত'। ভারতী
৫ 'রাখয়ি' স্থলে 'রাখয়'। ভারতী

২

ভৈরবী

হম সখি দারিদ নারী !
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি ।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি ।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি ;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি ।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি[১] ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা ।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙব[২] কি তুয়া পাশ !
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি ।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব
শ্যামক মোহন হাসি ।[৩]

শ্যাম-প্রেয়সি রাধা ! সখিলো !
থাক' সুখে চিরদিন !
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন ।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো,
নিভৃতে মুছইব বারি ।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি ।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা ।

১ 'বেরি' স্থলে 'বার' । ভারতী

২ 'মাঙব' স্থলে 'মাঙিব' । ভারতী

৩ ভারতীতে এই ছত্রের পর নিম্নলিখিত ৪ ছত্র ছিল—

মানস ফলকে, আঁকনু যো সখি
শ্যামক রূপক রেহ ।
না মুছিবে সখি, লোচন সলিলে
যব তক রাখব দেহ ॥

ভারতীতে তৃতীয় ছত্রের পর নির্দেশ ছিল 'ধ্রু' ।

ভারতীতে রাগ-নির্দেশ আছে ।

শব্দার্থ-সূচী

ভারতী, প্রথম সংস্করণ বা কড়ি ও কোমল ২-এ কোনো কোনো পদের পাদটীকায় শব্দার্থ দেওয়া আছে। নিম্নে তাহা সংকলিত হইল। শব্দার্থের পরবর্তী সংখ্যা পদসংখ্যাসূচক।

অবতক—এখন পর্যন্ত। ১৭। প্রথম সংস্করণ

অলত—আলতা। ১৩। ভারতী

ইথি—এখানে। ৬। প্রথম সংস্করণ

ইহঁসে—এখান হইতে। ১০। ভারতী

উরহ—বক্ষ। ১০। ভারতী

উরহি বিলোলিত—বক্ষে আলুলিত। ১৩। ভারতী

ঐছন—ঐরূপ। ১৪। ভারতী

ওর—সীমা। ৬। প্রথম সংস্করণ

কথি—কোথায়। ৪, ৬। প্রথম সংস্করণ

কপট···তোয়—কপট, কেন তুমি মিথ্যা করিয়া বলিতেছ যে তুমি আমাকে ভালোবাস? আমি তোমাকে ভালোয় ভালোয় চিনিয়াছি আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব না। ১৫। ভারতী

কৈছন আছয় নাহ—নাথ কেমন আছেন। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

কৈছে—কিরূপে। ১৪। ভারতী

গহির নীদমে—গভীর নিদ্রায়। ১২। প্রথম সংস্করণ

ছিদল—ছিদ্রবিশিষ্ট। ১৫। ভারতী

জনি—যদি। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

জনু—যেন। ১। প্রথম সংস্করণ

তিয়াষ—তৃষা। ১০। ভারতী

থেহ—স্থৈর্য। ৩। প্রথম সংস্করণ

দিবস রাতি ভয়ি ভোর—বিরহ যেন মিলনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিবে। ১০। প্রথম সংস্করণ

দীপতহ—জ্বলিতেছে। ১৩। ভারতী

দুরুযোগ—দুর্যোগ। ১৩। ভারতী

দূর সঙে তু পেখিও শ্যামক—দূর হইতে তুমি শ্যামকে দেখিও। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

নয়ল—নবীন। ১৩। ভারতী

নিপট—অত্যন্ত। ১৫। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

নিয়ড়—নিকট। ৬। প্রথম সংস্করণ

পখালব—প্রক্ষালিত করিব। ১০। ভারতী

পরশি…রূপ-পিয়াসী—আমার গা ছুঁইয়া সত্য করিয়া বলো দেখি যে তুমি রূপ-প্রয়াসী কি না? ১৫। ভারতী

পহু—প্রভু। ১০, ১৪। ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২

পেখই—দেখিয়া। ১৪। ভারতী

বরখত—বর্ষিতেছে। ১৩। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

বাত রাখ…সিনেহ—আমার কথা রাখো একবার বলো প্রভু যে তুমি আমাকে ভালোবাস। ১৫। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

বাঁধহ থেহ—স্থৈর্য বাঁধো। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

বারইতে—নিবারণ করিতে। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

বালি—বালিকা। ২, ১৪। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

বিখময়—বিষময়। ১৪। ভারতী

বিসরো—বিস্মৃত হও। ১৪। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

ভাঁতি—ভ্রান্তি। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

ভীঁখত—ভিঝিছে। ১৪। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

ভৈবে—হইবে। ১০। ভারতী

মঝু—আমার। ৩, ১০, ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

মেহ—মেঘ। ১৩। ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২

মৈক—আমাকে। ১২। প্রথম সংস্করণ

যথি—যেখানে। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

যঁহি—যথায়। ১৩। ভারতী

যিনকো—যাঁহার। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

রয়ন—রজনী, রাতি। ১, ১৩। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

রিঝ, রিঝসে—হৃদয়, হৃদয় হইতে। ১, ১০। ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২

লহু—লঘু। ১০। ভারতী

লেহ—ভালোবাসা। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

লেহা—অনুরাগ। ৩। প্রথম সংস্করণ

লোর—জল। ১০। ভারতী

শাঙন—শ্রাবণ। ১৩। প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২

সমরই—স্মরণ করিয়া। ১৪। ভারতী

সমরাইও না—স্মরণ করাইও না। ১৭। ভারতী, প্রথম সংস্করণ

সমরিব—স্মরিব। ১৫। ভারতী

সোঁয়ারয়—স্মরণ করাইয়া দেয়। ১০। ভারতী, প্রথম সংস্করণ, কড়ি ও কোমল ২

ব র্জি ত ক বি তা ১

কাহিন—কাহিনী। ভারতী

কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও—সখি! যদি কলঙ্ক রটাইতে চাও তবে রটাইও। প্রথম সংস্করণ

তু—তুমি। ভারতী

জনি—যদি। প্রথম সংস্করণ

পরিশিষ্ট

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি— "প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি!"*

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি এই ত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্ব্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্ব্বে ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত— চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে আছে— 'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কি লেখা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসর মতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই

* *Memoires of Cattermob Cruikshank Hutchinson*, vol. V, P. 1058.

ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মত বিনা চাসে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোন কথা নাই।* এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন উল্লেখ নাই।†

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।‡ যদি কোন দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজ-রাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।§

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিচ্চঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখ, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।**

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

* See *English Translation of Hitopadesha* by H. M. Dibdin, Vol. 3. Page 551.

† কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

‡ Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*. Vol. 1, Page 139.

§ See *Hong-chang-ching*. By kong-fu.

** 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ

খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কই, ইহার মধ্যেও ত ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।† তবে, কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানু সিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ব্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে, না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।* তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ

† Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

* See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language.* Conjongation of Verbs. Vol. 3. page 999.

স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃষ্টাব্দের লোক*। তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত হইতে কিছু না হউক দু হাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা খৃষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণবাবু আর একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং

* *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিন্‌কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। 'হ'টিকে কেহ বা 'ক্ষ' বলিতেছেন, কেহ বা 'ঞ্চ' বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে 'হ' তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার 'ভ'টিকে কেহ বা বলেন 'র্চ', কেহ বা বলেন 'ক্লৈ', কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 'ভানুসিংহ' শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলীতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতে সূর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংস হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি-খোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোন অর্থই থাকে না! অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্য্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিন্‌কমলীর কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে।

ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্রবাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি, যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তরফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিন্‌কমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য মতিমান্ লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীতভাবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক্, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক্ বা না হউক্ সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা ত স্থির হইয়া গেল।

নবজীবন
শ্রাবণ ১২৯১

গ্রন্থপরিচয়

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশকের 'বিজ্ঞাপন'—

"ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব সঙ্গীতের[১] আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।"

প্রথম সংস্করণে ১-১৯-সংখ্যক পদ এবং 'সখিরে পিরীত বুঝবে কে' ও 'হম সখি দারিদ নারী'— এই ২১টি পদ ছিল। শেষ দুইটি পদ পরবর্তী সকল সংস্করণে বর্জিত।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ইহার ১৩টি পদ[২] ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪ হইতে ১২৯০ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ভারতীতে প্রথম পদ 'সজনি গো শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' (১৩-সংখ্যক) প্রকাশ কালে (আশ্বিন ১২৮৪) পদটির পাদটীকায় মন্তব্য ছিল— "এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর হয় না— প্রত্যুত হাস্য-জনক হইয়া পড়ে।"

২০-সংখ্যক পদ— 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়' প্রচার পত্রিকায় ১২৯২-৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পদটি কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অংশে গৃহীত হয়।

জীবনস্মৃতির 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদ-রচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

…শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে

একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না; বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না।...

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।

এই সূত্রে 'জীবনস্মৃতির খসড়া'য় যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহাও প্রাসঙ্গিক অনুমানে এইখানে উদ্ধার করা হইল—

ভানুসিংহের কবিতা দেখিয়া তখনকার কোনো কোনো পাঠক ভুলিয়াছিলেন জানি— কিন্তু তখন যদি প্রাচীন বৈষ্ণব পদগুলি বাঙালী পাঠকসমাজে যথেষ্ট পরিচিত থাকিত তাহা হইলে ভুলিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ইহার ভাষা একটা যদৃচ্ছাকৃত ব্যাপার এবং ইহার ভাববিন্যাস নিতান্তই আধুনিক ও কৃত্রিম। ইটালিয়ান ঝিঁঝিট নামে খ্যাত একটা সুরে সরোজিনী নাটকের "প্রেমের কথা আর বোলো না" গান রচিত হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া মনে করিয়াছিলাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট শোনাইলে শ্রোতারা খুশি হইবেন। অবশেষে গান শোনানো হইলে একটি মহিলা নিতান্তই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন— "এ সুরটাকে তোমাদের যে কোনো খুশি নাম দিতে পার কিন্তু

ভগবানের দোহাই, ইহাকে ইটালিয়ান বলিবার প্রয়োজন নাই।" তেমনি ভানুসিংহের ভাষার আর যে কোনো নামকরণ করা যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে পদাবলীর ভাষা বলা চলে না।

ভানুসিংহের পরিচয় উপলক্ষে 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে এক ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ-লেখকের কোনো নাম না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই প্রবন্ধটি তাঁহার রচনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। রচনাটি 'পরিশিষ্ট' অংশে মুদ্রিত হইল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বর্ণকুমারী দেবীর ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ আছে।[৩] গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের (ভাদ্র ১৩৭১) গ্রন্থ-পরিচয়ে (পাদটীকা, পৃ ১০১৮) উল্লেখ আছে যে মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া নাটকের ব্রজবুলিতে রচিত একটি গানে কয়েক স্থলে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়'।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। কেবল একটি পদ 'শ্যাম মুখে তব মধুর অধরমে' (১২-সংখ্যক) মালতী পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার প্রথম ছত্র "গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম'।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে সংকলিত হইবার পূর্বে 'ছবি ও গান' (১২৯০)-এ দুইটি পদ (১১ ও ১৯-সংখ্যক) গৃহীত হয়।

রবিচ্ছায়া (১২৯২) সংকলন কালে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। কারণ সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকয়েক গান উদ্ধৃত হইল।" 'রবিচ্ছায়া'তে পাঁচটি পদ[৪] সংকলিত হইয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' (২০-সংখ্যক) পদটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা'তে 'রবিচ্ছায়া'র পাঁচটি পদের অতিরিক্ত আরো দুইটি পদ (১০ ও ২০-সংখ্যক) সন্নিবিষ্ট হয়।

'কড়ি ও কোমল' দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০১) আখ্যাপত্রে মুদ্রিত ছিল 'ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত'। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা

হয়— "ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। তিনখানি বহি লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেখা, তন্মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী অপেক্ষাকৃত শৈশবের রচনা।"

'কড়ি ও কোমল' দ্বিতীয় সংস্করণে ভানুসিংহের ৯টি পদ[৪] 'পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞানে' সংকলিত হইয়াছে।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩) কার্যত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে প্রথম সংস্করণের ১৯টি পদ (১-১৯-সংখ্যক) এবং 'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণের একটি পদ (২০ -সংখ্যক) মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণের দুইটি পদ (সখিরে পিরীত বুঝবে কে এবং হম সখি দারিদ নারী) বর্জিত হয়। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন —"ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা— আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তীকালের লেখাও আছে— এগুলি বিষয় প্রসঙ্গে একত্রে ছাপা হইল।"

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০)-এর অষ্টম ভাগ (গান)-এ 'বিবিধ সঙ্গীত' পর্যায়ে ভানুসিংহের ছয়টি পদ এবং দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রেম' পর্যায়ে দুইটি পদ সংকলিত হয়।

ইহার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪) এবং সরলাদেবী-সম্পাদিত 'শতগান' (১৩০৭) গ্রন্থে স্বরলিপিসহ যথাক্রমে দুইটি ও তিনটি পদ গৃহীত হয়।

'হিতবাদীর উপহার' 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (১৩১১)-তে 'গানের বহি' অংশে সাতটি পদ সংকলিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান প্রেস -প্রকাশিত 'গান' (১৯০৯)-এ নয়টি পদ স্থান পাইয়াছে।

'চয়নিকা' প্রথম সংস্করণে (১৯০৯) মাত্র একটি পদ— 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' 'মরণাধিক' নামে সংকলিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের

পদাবলী' প্রকাশ করেন [১৯১১], অনুমান হয় তাহাই দ্বিতীয়বার মুদ্রিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ইহাতে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র কুড়িটি পদই রক্ষিত হয়।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস -প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থে [১৯১৪] পূর্বোল্লিখিত 'গান' (১৯০৯)-এর চারটি পদ বর্জিত হয় (১, ১০, ১৩ এবং ২০ -সংখ্যক)। পরবর্তীকালে ইহার দুইটি পুনর্মুদ্রণ ১৩২৭ ও ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'কাব্যগ্রন্থ' (১৯১৫)-এ ১৫, ১৬ ও ১৮ -সংখ্যক পদ ব্যতীত বাকি সতেরোটি পদ স্থান পায়।

কেতকী (১৩২৬)-তে 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' (১৩ -সংখ্যক) পদটি স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত চয়নিকা (১৩৩২) এবং সঞ্চয়িতা (১৩৩৮)-তে দুইটি পদ (১৯ ও ২০ -সংখ্যক) সংকলিত হইয়াছে। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের [সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান] যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ (১৩৩৫) মূলত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস -প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের [১৯১১] পুনর্মুদ্রণ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৪৬) মুদ্রণকালে ইহারই অনুসরণ করা হয়।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গীতবিতান প্রথম খণ্ডে ছয়টি পদ স্থান পায়। পরবর্তীকালে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় খণ্ডে মাত্র দুইটি পদ (১৩ ও ১৯ -সংখ্যক) রক্ষিত হয়।

স্বরবিতান ২১-এ নয়টি ভানুসিংহের পদ স্থান পায়। এই নয়টি পদের সুরই এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮০১ শক)-এ 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে' (৮-সংখ্যক) পদটি নাটকের অন্যতম চরিত্র মলিনার গানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণে মূল পাঠ হিসাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম মুদ্রণের (১৩৪৬) পাঠ গৃহীত হইয়াছে। তবে যে-সকল স্থলে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হইয়াছে (কোনো কোনো মুদ্রণপ্রমাদ পূর্ববর্তী সংস্করণ হইতে চলিয়া আসিয়াছে) সে-ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করিয়া পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

একটি বিশেষ শব্দের কথা এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে; 'তুঁহু' শব্দটি বিভিন্ন পদে বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন বানানে মুদ্রিত হইয়াছে— 'তুঁহু', 'তুহুঁ', 'তুঁহুঁ'। ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫)-তে সর্বত্র 'তুঁহুঁ' করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনুরূপ রাখা হইয়াছে।

ভানুসিংহের পদগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে ও সংকলনে বারংবার মুদ্রণকালে স্বভাবতই সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সংশোধন বা পরিবর্তনের সমুদয় বিবরণ বিভিন্ন পদের পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সকল পরিবর্তন কবিকৃত নহে। ভানুসিংহের ভাষা অপরিচিত হওয়ায় স্বভাবতই মুদ্রণকালে কিছু কিছু মুদ্রণচ্যুতিও ঘটিয়াছে। কবিকৃত পরিবর্তন বা সংশোধনও সর্বত্র যে কোনো ধারাবাহিক ক্রম অনুসরণ করিয়াছে তাহা সকল সময় মনে হয় না। যেমন, 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৯৯) 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) পূর্ববর্তী হইলেও 'গানের বহি'-র অনেক পরিবর্তন 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে গৃহীত হয় নাই। অথচ সেগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শতগান' (১৩০৭) এবং রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী, ১৩১১)-তে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহারও পরবর্তী কালের সংস্করণে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র পাঠই গৃহীত বা আলোচিত হইয়াছে। ফলে কিছু পাঠপরিবর্তন গানের বহি, শতগান এবং রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী) সংস্করণে আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

কড়ি ও কোমল দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩০১) পাঠও পূর্বাপর সংস্করণ হইতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পৃথক।

ইণ্ডিয়ান প্রেস -প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫)-এ পাঠপরিবর্তন সর্বাধিক। তবে ইহার পাঠ পরবর্তীকালে প্রকাশিত স্বতন্ত্র বিশ্বভারতী সংস্করণ (১৩৩৫)

এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৪৬) মুদ্রণকালে বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাঠ প্রধানত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত স্বতন্ত্র সংস্করণ [১৯১১] এবং তাহার পুনর্মুদ্রণ (১৩৩৫) অনুযায়ী।

১ শৈশব সঙ্গীতের প্রকাশকাল ১২৯১।

২ ভারতীতে প্রকাশের সূচী—

১২৮৪। আশ্বিন। সজনি গো— আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা

অগ্রহায়ণ। গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে

পৌষ। বাজাও রে, মোহন বাঁশী

মাঘ। হম সখি দারিদ নারী

ফাল্গুন। সখিরে— পিরীত বুঝবে কে?

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী

চৈত্র। বাদর বরখন নীরদ গরজন

১২৮৫। বৈশাখ। বারবার সখি বারণ করনু

১২৮৬। বৈশাখ। মাধব! না কহ আদর বাণী

১২৮৭। বৈশাখ। দেখলো সজনী, চাঁদনি রজনী

অগ্রহায়ণ। সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব

১২৮৮। শ্রাবণ। মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান

১২৯০। জ্যৈষ্ঠ। আজু সখি মুহুমুহু

৩ প্রেম-পারিজাতে চারটি পদ (সখিরে তু বোলো, কাহে লো যমুনা নাচত খেলত, কোন চুরায়ল তু মুঝ পরাণ বঁধুয়া এবং নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে) এবং বসন্ত উৎসবে দুইটি পদ (আজু কোয়েলা কুহু বোলে এবং সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে) দ্রষ্টব্য।

৪ দ্রষ্টব্য : প্রকাশ-সূচী।

প্রকাশ-সূচী

সংখ্যাগুলি বর্তমান সংস্করণের পদসংখ্যা-সূচক

ভারতী ১২৮৪-১২৯০ ॥ ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ;
বর্জিত কবিতা ১, ২

ছবি ও গান ১২৯০ ॥ ১১, ১৯

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। প্রথম সংস্করণ ১২৯১ ॥ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ;
বর্জিত কবিতা ১, ২

রবিচ্ছায়া ১২৯২ ॥ ২, ৫, ৮, ১১, ১৯

প্রচার ১২৯২-৯৩ ॥ ২০

কড়ি ও কোমল। প্রথম সংস্করণ ১২৯৩ ॥ ২০

গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা ১২৯৯ ॥ ২, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৯, ২০

কড়ি ও কোমল। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১ ॥ ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৯, ২০

কাব্যগ্রন্থাবলী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত ১৩০৩ ॥ ১-২০

* স্বরলিপি-গীতিমালা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত ১৩০৪ ॥ ৮, ১১

* শতগান, সরলা দেবী -সম্পাদিত ১৩০৭ ॥ ২, ৫, ৮

কাব্যগ্রন্থ, মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত ১৩১০ ॥ ১, ২, ৫, ৮, ১১, ১৩, ১৯, ২০

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, হিতবাদীর উপহার ১৩১১ ॥ ২, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৯, ২০

গান, ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯০৯ ॥ ১, ২, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৯, ২০

চয়নিকা। প্রথম সংস্করণ ১৯০৯ ॥ ১৯

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস [১৯১১] ॥ ১-২০

গান। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস [১৯১৪] ॥ ২, ৫, ৮, ১১, ১৯

কাব্যগ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯১৫ ॥ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২০

* কেতকী (স্বরবিতান ১১) ১৩২৬ ॥ ১৩

গান। ইণ্ডিয়ান প্রেস / বিশ্বভারতী ১৩২৭ ॥ ২, ৫, ৮, ১১, ১৯

* স্বরলিপি-সংবলিত।

চয়নিকা ১৩৩২ ॥ ১৯, ২০

গান। বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩ ॥ ২, ৫, ৮, ১১, ১৯

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। বিশ্বভারতী ১৩৩৫ ॥ ১-২০

গীতবিতান। প্রথম খণ্ড ১৩৩৮ ॥ ২, ৫, ৮, ১১, ১৩, ১৯

সঞ্চয়িতা ১৩৩৮ ॥ ১৯, ২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৪৬ ॥ ১-২০

গীতবিতান। দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৬ ॥ ১৩, ১৯

ইহা ভিন্ন গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে (৮-সংখ্যক) গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮০১ শক)-এ মলিনার গানরূপে ব্যবহৃত।

শিরোনাম-সূচী

কাব্যগ্রন্থ ১-এ পদগুলিতে নিম্নলিখিত শিরোনাম ব্যবহার করা হয়—

১	বসন্তবাসনা	১১	রসাবেশ[১]
২	শূন্য কানন	১২	নিদ্রা
৩	বিফল রজনী	১৩	অভিসার
৪	বিরহ বেদনা	১৪	বর্ষা
৫	মিলন সজ্জা	১৫	অনুতপ্তা
৬	মিলন	১৬	বিদায়
৭	বংশিধ্বনি	১৭	দূতীর প্রতি
৮	অভিসার	১৮	সংশয়
৯	প্রতীক্ষা	১৯	মরণ[২]
১০	ব্যাকুলতা	২০	কো তুঁহু[৩]

কড়ি ও কোমল ২-এ প্রতি পদে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি শিরোনামরূপে ব্যবহৃত। অন্যান্য সংস্করণে পদগুলি হয় ১, ২··· সংখ্যাচিহ্নিত অথবা শিরোনাম কাব্যগ্রন্থ ১-এর অনুরূপ। ইহার ব্যতিক্রম ১, ২, ৩-সংখ্যক পাদটীকায় প্রদত্ত।

ভারতীতে 'ভানুসিংহের কবিতা' নামে প্রত্যেকটি পদ মুদ্রিত।

১ ছবি ও গানে 'তুঁহু'

২ ছবি ও গানে 'অভিসার', চয়নিকা প্রথম সংস্করণ [১৯০৯]-এ 'মরণাধিক'।

৩ সঞ্চয়িতায় 'প্রশ্ন'

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ-সূচী

প্রথম সংস্করণে পদসমূহের স্থচনায় নিম্নলিখিত রূপ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে—

বসন্ত আওল রে। বাহার
শুনলো শুনলো বালিকা। ভৈরবী
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে। ললিত
শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর। বেহাগড়া
সজনি সজনি রাধিকালো। শঙ্করা[১]
বঁধুয়া, হিয়া পর আওরে। ভৈরবী
শুন সখি বাজত বাঁশি। বেহাগ
গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে। ঝিঁঝিট[২]
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী। মিশ্র জয়জয়ন্তী
বজাওরে মোহন বাঁশী। মূলতান
আজু সখি মুহু মুহু। মিশ্র বেহাগ[৩]
গহির নীদমে বিবশ শ্যাম মম (শ্যাম মুখে তব)। খাম্বাজ
সজনি গো— শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা। মল্লার
বাদর বরখন, নীরদ গরজন। মল্লার
সখিরে— পিরীত বুঝবে কে। টোড়ি
হম সখি দারিদ নারী। ভৈরবী
মাধব! না কহ আদর বাণী। বাহার
সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব। দেশ

১ কাব্যগ্রন্থ ২ এবং গান ১-এ 'লুম'
রবিচ্ছায়া, কড়ি ও কোমল ২, গানের বহিতে 'মাজ-একতালা' রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)-তে 'মাজ-কাওয়ালি', শতগানে 'মাজ-খেমটা'।

২ ভারতীতে 'বিহাগড়া'।

৩ কাব্যগ্রন্থ ৯ ও গান ১-এ 'বেহাগ'।

বার বার সখি বারণ করনু। ইমন কল্যাণ

দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী (হম যব না রব)। বেহাগ

মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। পূরবী[৪]

নিম্নলিখিত পদটির সূচনায় গান ১-এ উল্লেখ আছে—

কো তুঁহু বোলবি মোয়। ইমন কল্যাণ—একতালা

৪ রবিচ্ছায়াতে 'ভৈরবী-কাওয়ালি'। গান ১, গানের বহি এবং রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)-তে 'ভৈরবী—একতালা'।

সংক্ষেপ-সূত্র

যে-সকল পাণ্ডুলিপি, পত্রিকা ও গ্রন্থ হইতে পাঠান্তর সংকলিত হইয়াছে পাদটীকায় সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

মালতী-পুঁথি [১৮৭৪-৮৩]	মালতীপুঁথি
ভারতী ১২৮৪-৯০	ভারতী
প্রচার ১২৯২-৯৩	প্রচার
ছবি ও গান ১২৯০	ছবি ও গান
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রথম সংস্করণ ১২৯১	প্রথম সংস্করণ
রবিচ্ছায়া ১২৯২	রবিচ্ছায়া
কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণ ১২৯৩	কড়ি ও কোমল ১
গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা ১২৯৯	গানের বহি
কড়ি ও কোমল দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১	কড়ি ও কোমল ২
কাব্যগ্রন্থাবলী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত ১৩০৩	কাব্যগ্রন্থ ১
স্বরলিপি-গীতিমালা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত ১৩০৪	স্বরলিপি-গীতিমালা
শতগান, সরলা দেবী -সম্পাদিত ১৩০৭	শতগান
কাব্যগ্রন্থ, মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত ১৩১০	কাব্যগ্রন্থ ২
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, হিতবাদীর উপহার ১৩১১	রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী)
গান, ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯০৯	গান ১
চয়নিকা প্রথম সংস্করণ ১৯০৯	চয়নিকা ১
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস [১৯১১]	[১৯১১]-সংস্করণ
গান, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস [১৯১৪]	গান ২
কাব্যগ্রন্থ, ইণ্ডিয়ান প্রেস ১৯১৫	কাব্যগ্রন্থ ৩
কেতকী ১৩২৬	কেতকী
গান, ইণ্ডিয়ান প্রেস / বিশ্বভারতী ১৩২৭	গান ৩

চয়নিকা ১৩৩২	চয়নিকা ২
গান, বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩	গান ৪
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, বিশ্বভারতী ১৩৩৫	বিশ্বভারতী স্বতন্ত্র সংস্করণ
গীতবিতান, প্রথম খণ্ড ১৩৩৮	গীতবিতান বা গীতবিতান ১৩৩৮ সংস্করণ
সঞ্চয়িতা ১৩৩৮	সঞ্চয়িতা
রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৪৬	রবীন্দ্র-রচনাবলী
গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৬	গীতবিতান ১৩৪৬ ভাদ্র সংস্করণ

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃ ৫৬। ছত্র ৫। 'ঝট' স্থলে 'ঝূট'

পৃ ৫৯। ছত্র ২। 'কুঞ্ছ' স্থলে 'কুঞ্জ'

পড়িতে হইবে।

স্বীকৃতি

পাঠান্তরপঞ্জী প্রণয়ন বিষয়ে শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের নানা পরামর্শে সংকলয়িতা উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কৃত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বিবরণ (রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী, কালি ও কলম, ভাদ্র ১৩৭৫) হইতে নানা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রভারতী সমিতি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করিতে দিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে আনুকূল্য করিয়াছেন।

মালতী পুঁথিতে প্রাপ্ত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহ-ভুক্ত।

পাঠান্তর-সংকলনে শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও শ্রীস্বপনপ্রসন্ন রায় সংকলয়িতাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

প্রথম ছত্রের সূচী

আজু সখি মুহু মুহু	৪০
কো তুঁহু বোলবি মোয়	৭৬
গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে	৩১
বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে	২৭
বজাও রে মোহন বাঁশী	৩৬
বসন্ত আওল রে	১৩
বাদর বরখন নীরদ গরজন	৫২
বার বার সখি বারণ করনু	৬৫
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান	৭২
মাধব, না কহ আদর বাণী	৫৬
শুন সখি বাজত বাঁশি	২৯
শুনহ শুনহ বালিকা	১৬
শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে	৪৩
শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর	২১
সখিরে, পিরীত বুঝবে কে	৮১
সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব	৬০
সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা	৪৭
সজনি সজনি রাধিকা লো	২৫
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী	৩৩
হম যব না রব সজনী	৬৮
হম সখি দারিদ নারী	৮৩
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে	১৮

© বিশ্বভারতী ১৯৬৯

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

১·১

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন